ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুর অনুবাদ সাহিত্যে বিশিষ্টতা আলোচনা কর।

ভূমিকা

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে মালাধর বসু এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কাব্য রচনা করেন। বাংলা ভাষায় ভাগবত পুরাণের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত এটিই প্রথম উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণকাব্য। তাঁর কাব্যে সংস্কৃত ভাগবতের মূল কাহিনি অবিকৃত থাকলেও বাংলা সমাজ-সংস্কৃতি, লোকজ জীবন, মানবিক অনুভূতি এবং কাব্যিক কল্পনার সমন্বয়ে এটি একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যকীর্তিতে পরিণত হয়েছে। মুসলিম সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহ তাঁর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে **"গুণরাজ খান"** উপাধিতে ভূষিত করেন। অনুবাদক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

রচনাকাল

মালাধর বসু *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কাব্য রচনা শুরু করেন আনুমানিক **১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে** এবং **১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে** তা সমাপ্ত করেন। অর্থাৎ এটি পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত।

রচনাকাল-জ্ঞাপক শ্লোক

কাব্যে রচনাকাল সম্পর্কে কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন—

"পঞ্চদশে তেহট্টরে আরম্ভ,
সমাপ্ত হইল আশিটি সনে।"

এই আত্মোক্তি থেকেই কাব্যের রচনাকাল নির্ধারণ করা হয়

অনুবাদ সাহিত্যে মালাধর বসুর কৃতিত্ব

১. বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের পথিকৃৎ

মালাধর বসুই প্রথম ভাগবত পুরাণকে সহজ, সাবলীল বাংলা ভাষায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। তাঁর পূর্বে সংস্কৃত ভাষার সীমাবদ্ধতার কারণে সাধারণ মানুষ ভাগবতের কাহিনি সহজে উপলব্ধি করতে পারত না। তিনি সেই বাধা দূর করেন।

২. মূল কাহিনির প্রতি বিশ্বস্ততা

তিনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের মূল ভাব ও ঘটনাক্রম যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কোথাও মূল বক্তব্য বিকৃত করেননি। ফলে তাঁর অনুবাদ বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

৩. মৌলিকতার পরিচয়

যদিও *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* একটি অনুবাদ কাব্য, তথাপি এটি নিছক শব্দে-শব্দে অনুবাদ নয়। কবি প্রয়োজনমতো নতুন বর্ণনা, সংলাপ, চরিত্রের আবেগ এবং কল্পনার সংযোজন করেছেন। ফলে কাব্যটি মৌলিক সাহিত্যরূপ লাভ করেছে।

৪. বাঙালিয়ানার সার্থক প্রকাশ

মালাধর বসু কৃষ্ণলীলার ঘটনাগুলিকে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করেছেন। গোপ-গোপীদের জীবনযাত্রা, পারিবারিক সম্পর্ক, উৎসব, লোকাচার এবং গ্রামীণ পরিবেশে বাঙালির জীবনচিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই বাঙালিয়ানাই তাঁর কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

৫. মানবিক চরিত্রচিত্রণ

ভাগবতের অলৌকিক চরিত্রগুলিকে তিনি মানবিক আবেগে জীবন্ত করে তুলেছেন। যশোদার মাতৃস্নেহ, গোপীদের প্রেম, নন্দের স্নেহ এবং কৃষ্ণের লীলার মধ্যে মানবজীবনের স্বাভাবিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে।

৬. সহজ, সাবলীল ও মধুর ভাষা

মালাধর বসুর ভাষা সহজ, প্রাঞ্জল এবং সুরেলা। সংস্কৃতের জটিলতা পরিহার করে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা সাধারণ মানুষের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

৭. কাব্যিক সৌন্দর্য

তাঁর অনুবাদে কেবল তথ্য নয়, কাব্যরসও সমানভাবে বিদ্যমান। উপমা, অলংকার, চিত্রকল্প এবং ছন্দের ব্যবহারে *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* একটি উৎকৃষ্ট কাব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৮. ভক্তিরসের সার্থক প্রকাশ

কাব্যের সর্বত্র কৃষ্ণভক্তির আন্তরিক প্রকাশ দেখা যায়। অনুবাদ হওয়া সত্ত্বেও এতে ভক্তিরসের স্বাভাবিক প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

"কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ স্মর, কৃষ্ণ কর সার।"

এই ধরনের পংক্তিতে কবির ভক্তিময় হৃদয়ের পরিচয় সুস্পষ্ট।

৯. বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণ

পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলী এবং চৈতন্যোত্তর কৃষ্ণভক্তি সাহিত্যের বিকাশে *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম ভিত্তি এই কাব্য।

সমালোচকদের মতামত

বিশিষ্ট সাহিত্য-ইতিহাসবিদ **দীনেশচন্দ্র সেন** বলেছেন, মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কেবল অনুবাদ নয়; এটি বাংলা ভাষায় এক নতুন সাহিত্যধারার সূচনা করেছে। তাঁর মতে, মূল কাহিনির সঙ্গে বাঙালি জীবনের সংমিশ্রণই কাব্যটির সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

সুকুমার সেন-এর মতে, মালাধর বসুর অনুবাদে বিশ্বস্ততা ও মৌলিকতার সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। তিনি ভাগবতের কাহিনিকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপযোগী করে তুলেছিলেন বলেই তাঁর কাব্য আজও সাহিত্যিক মূল্য বহন করে।

সমালোচকদের অভিমত, মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী সৃষ্টি, কারণ এটি অনুবাদ হয়েও স্বতন্ত্র কাব্যসৌন্দর্যে উজ্জ্বল।

উপসংহার

মালাধর বসু বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কেবল ভাগবতের অনুবাদ নয়, বরং বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি এবং কবির নিজস্ব কল্পনাশক্তির এক অনন্য সমন্বয়। মূল কাহিনির প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রেখেও তিনি যে মৌলিকতা, বাঙালিয়ানা, মানবিকতা এবং কাব্যিক সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তাই অনুবাদক হিসেবে মালাধর বসুর কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যজগতে অনস্বীকার্য ও অমর।